গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৫ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

তারিখ : ০৭/০১/২০১৬
সময় : বেলা ১২:০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক'

সভার সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু এর সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: ১০৪ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহি পরিচালক ১০৪ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করে এতে আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। ১০৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ১০৪ তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহি পরিচালক গত ২৯.০৩.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৪ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় অবহিত করেন।

আলোচ্যসূচি-৩: জেআরএলকে লীজকৃত কতিপয় স্থাপনা ও পশুপাখির সুরক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদান।

বর্ণিত বিষয়টি উপস্থাপন করে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে যমুনা রিসোর্ট লি: (জেআরএল)-এর সাথে সম্পাদিত কনসেশন চুক্তিটি গত ০১.০৪.২০১৫ তারিখে বাতিল করা হয়। উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে জেআরএল বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে আরবিট্রেশন মিস কেস নং ২৩৯/২০১৫ দায়ের করে। আদালত ২২.০৪.২০১৫ তারিখে মামলাটি খারিজ করে দেয়। উক্ত খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে জেআরএল হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন মামলা নং ৯৮৪/২০১৫ দায়ের করে। উক্ত মামলাতে হাইকোর্ট কর্তৃক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক)-কে কারণ দর্শানো হয়। একই সাথে জেআরএল-এর চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত ০১.০৪.২০১৫ তারিখে জারীকৃত আদেশটি ৩ (তিন) মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। এছাড়া জেআরএলকে চুক্তি মোতাবেক ব্যবসা করার জন্য অনুমতিও প্রদান করা হয়। বিজ্ঞ হাইকোর্ট বিভাগের উপর্যুক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল করা হয়। মহামান্য আপীল বিভাগ শুনানী অন্তে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত স্থগিতাদেশ ও কারণ দর্শানো আদেশ বাতিল করে ৩০.০৪.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত স্থিতি আদেশ জারী করে, যা ১৭.০৫.২০১৫ তারিখ

পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। একই সাথে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে Regular Leave Petition দাখিল এবং পশু-পাখির যথোপযুক্ত যত্ন নেয়ার জন্যও নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষের সাইট অফিসের তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল বন বিভাগ এবং জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগ কর্তৃক পশু-পাখির প্রয়োজনীয় দেখভাল করা হচ্ছে। সিভিল রিভিশন মামলা নং ৯৮৪/২০১৫ বর্তমানে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে।

৩.২। এ প্রসঙ্গে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, উভয় পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কনসেশন চুক্তিপত্রের ৩৫.২ নং ধারা অনুযায়ী যমুনা রিসোর্ট লি: কর্তৃক বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, ঢাকায় আরবিট্রেশন মিস কেস নং ৩৪০/২০১৫ দায়ের করা হয়। এই মামলাটিও বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। অন্যদিকে যমুনা রিসোর্ট লি: (জেআরএল)-এর সাথে স্বাক্ষরিত কনসেশন চুক্তি বাতিল করায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়োগকৃত বিজ্ঞ নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট জেআরএল-এর সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সুরক্ষা নিশ্চিতপূর্বক গত ২২.০৪.২০১৫ তারিখে সেতু কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়।

৩.৩। সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতুর সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিউএমজি শাখার ১৬.১১.২০১৫ তারিখের পত্র মারফত বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন ১৩৯.৮৯ হেক্টর (কম/বেশী) এবং উক্ত জমিতে বিদ্যমান স্থাপনাদির অধিকতর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাব করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর বিজ্ঞ আদালতে মামলা থাকায় বিজ্ঞ নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট থেকে গৃহীত স্থাপনাসমূহ ও পশু-পাখির মধ্যে নিম্নোক্ত স্থাপনাসমূহ ও পশু-পাখির সুরক্ষার দায়িত্ব সাময়িকভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদানের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন:

ক্রমিক নং	স্থাপনা/পশু-পাখির তালিকা	ক্রমিক নং	স্থাপনা/পশু-পাখির তালিকা
১।	পিকনিক স্পট-১টি	১০।	৩-কক্ষ বিশিষ্ট বাসা-৬টি (নং ২০-২৫)
২।	আনন্দ পার্ক-১টি	১১।	২-কক্ষ বিশিষ্ট বাসা-২৬টি (নং ৪২-৬৭)
৩।	স্টাফ ক্যাফেটেরিয়া-১টি	১২।	হরিণ-১০টি
৪।	রেস্টুরেন্ট-১টি	১৩।	কবুতর -২০০টি
৫।	সুইমিং পুল-১টি	১৪।	হাঁস-২৬টি
৬।	বাংলা রেস্টুরেন্ট-১টি	১৫।	খরগোশ-৫০টি
৭।	বার-১টি	১৬।	বানর-২টি
৮।	খেলার মাঠ- ১টি	১৭।	ময়না পাখি-২টি
৯।	কনফারেন্স রুম-কাম-ফ্রন্ট অফিস-১টি		

৩.৪। সভায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বঙ্গবন্ধু সেতুর উত্তর পাশে জাইকার অর্থায়নে যমুনা নদীর উপর একটি আলাদা রেলসেতু নির্মাণ করা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে এ প্রকল্পের জন্য সেতুর পূর্ব পাড়ে ১৩৩.৪৫ হেক্টর ও পশ্চিম পাড়ে ২৯.২০ হেক্টর অর্থাৎ মোট ১৬২.৬৫ হেক্টর জমি অস্থায়ীভাবে এবং পূর্ব পাড়ে ৮.২৫ হেক্টর ও পশ্চিম পাড়ে ৯.৬৬ হেক্টর অর্থাৎ মোট ১৭.৯১ হেক্টর জমি স্থায়ীভাবে বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছে। স্থাপনা ও অস্থায়ীভাবে ইজারাতব্য জমির জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে সেতু কর্তৃপক্ষকে মাসিক ভাড়া পরিশোধ করবে এবং উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে এ ভাড়া নির্ধারণ করবে। তাছাড়া যৌথ সার্ভে ও পরিমাপের ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে ইজারাতব্য এবং স্থায়ীভাবে হস্তান্তরতব্য জমির সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা হবে। রেলওয়ের সচিব সভায় জানান যে, বর্ণিত জমির বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য জাইকা হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। নতুবা প্রকল্প

বাস্তবায়নে বিলম্ব হতে পারে। বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৩.৫। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) বিজ্ঞ আদালতে মামলা থাকায় যমুনা রিসোর্ট লি: (জেআরএল)-এর নিকট হতে বিজ্ঞ নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে বুঝে পাওয়া অনুচ্ছেদ-৩.৩ এ বর্ণিত স্থাপনা ও পশু-পাখির সুরক্ষার দায়িত্ব আপাতত: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পালন করবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যৌথ সার্ভের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে পরিশোধিতব্য ভাড়াসহ আনুষঙ্গিক বিষয় নির্ধারণ করবে এবং

(খ) বঙ্গবন্ধু সেতুর পাশে যমুনা নদীর ওপর আলাদা রেল সেতু নির্মাণে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকুলে কমবেশী ১৬২.৬৫ হেক্টর জমি অস্থায়ীভাবে ইজারা প্রদান এবং কমবেশী ১৭.৯১ হেক্টর জমি স্থায়ীভাবে হস্তান্তরের বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। উভয় পক্ষ যৌথ সার্ভে এবং আলোচনার মাধ্যমে অস্থায়ী ও স্থায়ীভাবে বরাদ্দকৃত জমির সঠিক পরিমাণ এবং ভাড়ার হার নির্ধারণ করবে।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৪: ৫০০ মে:ও: সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচী" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২.৪৩ একর জমি নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি: (এনডব্লিউপিজিসিএল)-এর অনুকূলে ইজারা প্রদান।

৫০০ মে: ও: সৌর বিদ্যু উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১২.৪৩ একর জমি নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি: (এনডব্লিউপিজিসিএল) এর অনুকুলে ইজারা প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপন করে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান যে, দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "৫০০ মে:ও: সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচী" এর অংশ হিসেবে নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি: (এনডব্লিউপিজিসিএল) কর্তৃক সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে:ও: কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পূর্ব দিকে ৭.৬ মে:ও: সোলার পার্ক নির্মাণের জন্য বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) অধিগ্রহণকৃত জমি হতে ১২.৪৩ একর জমি দীর্ঘ অর্থাৎ ৩০ বছর মেয়াদী ইজারা প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়।

৪.২। নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি: এর প্রস্তাব মোতাবেক ২৭.০৮.২০১৫ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় উক্ত অব্যবহৃত অধিগ্রহণকৃত জমি সোলার পার্ক স্থাপনের জন্য এনডব্লিউপিজিসিএল এর অনুকুলে ৩০ বছর মেয়াদে শর্ত সাপেক্ষে লীজ প্রদানের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি জানানো হয়। পরবর্তীতে সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এনডব্লিউপিজিসিএল এর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বর্ণিত ইজারার বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় আলোচনান্তে জাতীয় স্বার্থে সোলার পার্ক স্থাপনের জন্য এনডব্লিউপিজিসিএল এর অনুকুলে ৩০ বছর মেয়াদে বর্ণিত জমি ইজারা প্রদানের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৪.৩। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"৫০০ মে:ও: সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচী" এর অংশ হিসেবে ৭.৬ মে:ও: সোলার পার্ক নির্মাণের জন্য ১২.৪৩ একর জমি নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি: (এনডব্লিউপিজিসিএল)-এর অনুকুলে ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি: এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে এবং আলোচনার মাধ্যমে বর্ণিত জমির ভাড়ার হার নির্ধারণ করবে।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-৫: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান যে, "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০" অনুযায়ী কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্যের সন্তানের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫০০/- টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে লেখা-পড়ার মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সংক্রান্ত বাছাই কমিটি শিক্ষা বৃত্তির বর্তমান হার বার্ষিক ৫০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে বার্ষিক ২,০০০/- টাকায় উন্নীতকরণের সুপারিশ করে। পরবর্তীতে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট"-এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় শিক্ষা বৃত্তি বার্ষিক ৫০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে বার্ষিক ১,০০০/- টাকায় উন্নীতকরনের সুপারিশ করা হয়। সে অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য বিষয়টি বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। আলোচনাকালে শিক্ষাবৃত্তি হিসেবে প্রস্তাবিত ১০০০/- খুবই অপ্রতুল বিবেচনায় বার্ষিক বৃত্তি সর্বোচ্চ ৫০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২,০০০/- টাকায় উন্নীতকরণের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৫.২। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০ এর ১৩(১) বিধিতে উল্লিখিত সদস্যের সন্তানের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হতে আর্থিক সাহায্য প্রদান বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা হতে বৃদ্ধি করে বার্ষিক সর্বোচ্চ ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকায় উন্নীত করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আলোচ্যসূচি-বিবিধ ৬.১: পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান যে, মোট ২৮,৭৯৩.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ০৫.০১.২০১৬ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মূল সেতুর পাইলিং এবং নদীশাসন কাজের উদ্বোধন করেন। ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ এ সেতু যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। অত:পর প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় অবহিত করা হয়, যা নিম্নরূপ:

ক্র.নং.	প্যাকেজ/কাজের বিবরণ	ভৌত অগ্রগতি
১.	মূল সেতু নির্মাণ	১৭%
২.	নদীশাসন কাজ	১৪%
৩.	জাজিরা সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৫৪%
৪.	মাওয়া সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৬২%
৫.	সার্ভিস এরিয়া-২	৬৯%
৬.	জাজিরা সংযোগ সড়ক, মাওয়া সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর নির্মাণ কাজ তদারকি (CSC-1)	৪৭%
৭.	মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকি (CSC-2)	১৫%

আলোচ্যসূচি-বিবিধ ৬.২: কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিতকরণ

কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে নির্বাহি পরিচালক সভায় জানান যে, মোট ৮৪৪৪৬.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণে বর্ণিত প্রকল্পটি ২৪.১১.২০১৫ তারিখের একনের সভায় অনুমোদিত হয়। এ টানেল নির্মাণে চীন সরকারের মনোনিত প্রতিষ্ঠান China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)-কে ঠিকাদার নিয়োগের প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সর্বশেষ কর্ণফুলী টানেল নির্মাণে চীনা অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান Eximbank এর সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে চীন সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সার্ভিস এরিয়ার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলছে। শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে আশা করা যায়।

সভায় সেতু বিভাগের সচিব বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন "পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" এবং "কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদন এবং কর্ণফুলী টানেল নির্মাণে চীন সরকারের নিকট যথাসময়ে ঋণ প্রস্তাব প্রেরণ করায় বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব-কে ধন্যবাদ জানান। আলোচনার আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সভাপতি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ: ১৪ /০১/২০১৬

১৫.০১.০১৬

(ওবায়দুল কাদের, এমপি)
মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ